ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

سورة الزمر (সূরা আয যুমার)

১৫১. ما معنى الاسلام؟ وما الفرق بين الايمان والاسلام؟ [الاسلام-এর অর্থ কী? ও ايمان ও اسلام-এর মধ্যকার পার্থক্য কী?]

১৫২. ما معنى الايمان لغة وشرعا؟ وما الاختلاف فى حقيقته بين فرق اهل الاسلام؟ [الايمان-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ঈমানের মৌলিকতা সম্পর্কে আহলে ইসলাম আলেমগণের মাঝে কী মতবিরোধ রয়েছে?]

১৫৩. ما الفرق بين الايمان والاسلام؟ هل هما مترادفان ام متغاثران؟ [ايمان ও اسلام-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এ দুটি সমার্থক না কি ভিন্নার্থক?]

১৫৪. ما المراد بشرح الصدر فى قوله تعالى "افمن شرح الله صدره للاسلام"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী افمن شرح الله صدره للاسلام-এর মাঝে شرح الصدر দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]

১৫৫. ما المراد ب "احسن الحديث"؟ [احسن الحديث দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]

১৫৬. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ [الشكر ও الحمد-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]

১৫৭. ما الفرق بين الحمد والمدح والشكر؟ [الشكر ,الحمد ও مدح-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]

سورة المؤمن (সূরা আল মুমিন)

১৫৮. فى اى جزء من القران سورة المؤمن وسورة المؤمنون؟ [সূরা আল মুমিন ও সূরা আল মুমিনুন কুরআন মাজীদের কোন পারায়?]

১৫৯. ما المراد ب "حم" فى قوله تعالى "حم - تنزيل الكتاب"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী حم - تنزيل الكتاب-এর মধ্যে حم দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]

১৬০. قوله تعالى "تنزيل الكتاب" فى اى محل من الاعراب؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী تنزيل الكتاب ইরাবের কোন অবস্থানে আছে?]
১৬১. لم خص الوصفين "العزيز العليم" من بين سائر الاوصاف؟ - [অপরপর গুণাবলির মধ্য থেকে العزيز العليم এ দুটি গুণকে কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে?]
১৬২. فسر قوله تعالى "فلا يغررك تقلبهم فى البلاد" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فلا يغررك تقلبهم فى البلاد-এর ব্যাখ্যা কর।]
১৬৩. ما معنى التوبة؟ بين - [توبة-এর অর্থ কী? বর্ণনা কর।]
১৬৪. ما المراد بقوله تعالى "اولئك الاحزاب"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী اولئك الاحزاب দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১৬৫. ما المراد بالكلمة فى قوله تعالى "وكذلك حقت كلمة ربك"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وكذلك حقت كلمة ربك-এর মধ্যকার الكلمة দ্বারা কী উদ্দেশ্য?]
১৬৬. بين عدد حملة العرش بالتفصيل - [আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের সংখ্যা বিস্তারিত বর্ণনা কর।]
১৬৭. من هو رجل مؤمن من ال فرعون؟ - [ফেরাউনের গোত্রের মুমিন লোকটি কে ছিলেন?]
১৬৮. ما المراد بيوم الاحزاب؟ بين - [يوم الاحزاب দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।]

سورة حم السجدة (সূরা হা-মীম আস সাজদা)

১৬৯. ما معنى قوله تعالى "حم" فى اول السورة؟ - [সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালার বাণী حم-এর অর্থ কী?]
১৭০. ما المراد بقوله تعالى "كتاب فصلت اياته"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী كتاب فصلت اياته দ্বারা কী উদ্দেশ্য?]
১৭১. فسر قوله تعالى "ومن احسن قولا ممن دعا الى الله"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ومن احسن قولا ممن دعا الى الله-এর তাফসীর কর।]

১৭২. ما المقصود بقوله تعالى "ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
১৭৩. ما المراد بقوله تعالى "ان الذين امنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الذين امنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا-এর অর্থ কী?]
১৭৪. اذكر ما وعد الله به للمؤمنين فى سورة حم السجدة - [সূরা হা-মীম আস সাজদায় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?]
১৭৫. ما المقصود بقوله تعالى "ويل للمشركين"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ويل للمشركين দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
১৭৬. فسر قوله تعالى "ولا تستوى الحسنة ولا السيئة"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ولا تستوى الحسنة ولا السيئة-এর ব্যাখ্যা কর।]

سورة الزمر (সূরা আয যুমার)

১৫১. প্রশ্ন: الاسلام -এর অর্থ কী? ও ايمان ও اسلام -এর মধ্যকার পার্থক্য কী? (مَا مَعْنَى الْإِسْلَامِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম ও ঈমান ইসলামি শরিয়তের দুটি বুনিয়াদি পরিভাষা। যদিও সাধারণ ব্যবহারে শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক, তবে আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান।

ইসলাম (الْإِسْلَامُ)-এর অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইসলাম' শব্দটি 'সিলম' (السِّلْمُ) ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, শান্তি স্থাপন করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় বিধি-বিধানের প্রতি বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করাকে ইসলাম বলে। হাদিসে জিবরাঈল অনুযায়ী, ইসলামের রুকন পাঁচটি— কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

১. স্থান: ঈমানের স্থান হলো অন্তর (বিশ্বাস), আর ইসলামের স্থান হলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (আমল)।

২. সংজ্ঞা: অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান, আর সেই বিশ্বাস অনুযায়ী বাহ্যিক আনুগত্যের নাম ইসলাম।

৩. সম্পর্ক: প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম, কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম (যিনি কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম পালন করেন কিন্তু অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাসী নন) মুমিন নাও হতে পারেন। যেমন মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে মুসলিম হলেও মুমিন নয়।

উপসংহার:

ঈমান হলো বৃক্ষের শিকড়, আর ইসলাম হলো তার শাখা-প্রশাখা। পরকালীন মুক্তির জন্য উভয়টির সমন্বয় অপরিহার্য।

---

১৫২. প্রশ্ন: الايمان -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ঈমানের মৌলিকতা সম্পর্কে আহলে ইসলাম আলেমগণের মাঝে কী মতবিরোধ রয়েছে?
(مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا الْاخْتِلَافُ فِي حَقِيقَتِهِ بَيْنَ فِرَقِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মুমিন হওয়ার জন্য ঈমানের হাকিকত বা স্বরূপ জানা জরুরি। ঈমানের সংজ্ঞায় 'আমল' বা কর্ম অন্তর্ভুক্ত কি না, এ নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ঈমানের অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ঈমান' (الْإِيمَانُ) শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস করা, স্বীকৃতি দেওয়া, নিরাপত্তা দেওয়া। এটি 'তাসদীক' (التَّصْدِيقُ) বা সত্যয়ন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- **শরয়ী অর্থ:** শরয়ী পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা (তাসদীক), মুখে স্বীকার করা (ইকরার) এবং তদানুযায়ী আমল করার (কোনো কোনো মতে) নাম ঈমান।

ঈমানের হাকিকত নিয়ে মতভেদ (الِاخْتِلَافُ فِي الْحَقِيقَةِ):

১. খারেজি ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়: তাদের মতে, আমল (নেক কাজ) ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই কবিরা গুনাহগার ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে (কাফের বা ফাসিক হবে)।

২. মুরজিয়া সম্প্রদায়: তাদের মতে, কেবল অন্তরের বিশ্বাসই ঈমান। আমল ঈমানের অংশ নয়। তাই গুনাহ করলে ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না।

৩. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত: জমহুর আলেমদের মতে, অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকৃতি হলো ঈমানের মূল রুকন। আর আমল হলো ঈমানের পূর্ণতা দানকারী (কামালিয়াত)। আমল না থাকলে ঈমান অসম্পূর্ণ থাকে, কিন্তু সে কাফের হয় না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, 'তাসদীক ও ইকরার'-এর নামই ঈমান।

উপসংহার:

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, অন্তরের বিশ্বাসই ঈমানের মূল ভিত্তি, আর আমল হলো তার বহিঃপ্রকাশ।

---

১৫৩. প্রশ্ন: ايمان ও اسلام -এর মধ্যে পার্থক্য কী? এ দুটি সমার্থক না কি ভিন্নার্থক?

(مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ؟ هَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ أَمْ مُتَغَايِرَانِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটি সমার্থক নাকি ভিন্ন, তা নিয়ে কালামশাস্ত্রের পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

সমার্থক না ভিন্নার্থক?

এ বিষয়ে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. ভিন্নার্থক (মুতাগাইরান): এটিই অধিকাংশ আলেম ও হাদিস বিশারদদের মত। তাদের দলিল হলো 'হাদিসে জিবরাঈল', যেখানে রাসূল (সা.) ঈমান ও ইসলামের পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন। ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস (আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ইত্যাদির ওপর), আর ইসলাম হলো বাহ্যিক আমল (নামাজ, রোজা ইত্যাদি)। আল্লাহ বলেন, "বেদুঈনরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি, বরং বল আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি (আত্মসমর্পণ করেছি)।" (সূরা হুজুরাত: ১৪)।

২. সমার্থক (মুতারাদিফান): কোনো কোনো ইমাম (যেমন ইমাম বুখারি রহ.) মনে করেন, হুকুমের দিক থেকে ঈমান ও ইসলাম একই। কারণ যার ঈমান আছে সে-ই মুসলিম, আর যে প্রকৃত মুসলিম সে-ই মুমিন। শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি ছাড়া অন্যটি অগ্রহণযোগ্য।

সারকথা:

শব্দগত বা শাব্দিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম ভিন্ন (একটির স্থান অন্তর, অন্যটির স্থান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ)। কিন্তু শরিয়তের হুকুম বা পরিণামের দিক থেকে তারা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে কেবল 'ইসলাম' বলা হয়, সেখানে ঈমানও অন্তর্ভুক্ত থাকে; আর যেখানে 'ঈমান' বলা হয়, সেখানে ইসলামও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

---

১৫৪. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "افمن شرح الله صدره للاسلام"-এর মাঝে شرح الصدر দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

(مَا الْمُرَادُ بِشَرْحِ الصَّدْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আয-যুমারের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের হেদায়েত প্রাপ্তির একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, যাকে 'শরহে সদর' বলা হয়েছে।

শরহে সদর (شَرْحُ الصَّدْرِ)-এর উদ্দেশ্য:

আয়াতটি হলো: أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ

অর্থ: "আল্লাহ কি যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের পক্ষ থেকে আগত নূরের ওপর প্রতিষ্ঠিত..."

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে 'শরহে সদর'-এর ব্যাখ্যা:

১. বক্ষ উন্মুক্ত করা: এর অর্থ হলো—আল্লাহ তায়ালা বান্দার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন, যাতে সে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে। তার অন্তরের সংকীর্ণতা, সংশয় ও অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং সেখানে ঈমানের আলো প্রবেশ করে।

২. নূরের প্রবেশ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বক্ষ কীভাবে প্রশস্ত হয়?" তিনি বললেন, "যখন অন্তরে নূর (আলো) প্রবেশ করে, তখন তা প্রশস্ত ও প্রসারিত হয়ে যায়।"

৩. লক্ষণসমূহ: সাহাবিরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "এর কোনো আলামত আছে কি?" নবীজি (সা.) বললেন, "হ্যাঁ, ১. প্রতারণার ঘর (দুনিয়া) থেকে বিমুখ হওয়া, ২. চিরস্থায়ী নিবাসের (আখেরাত) দিকে ধাবিত হওয়া এবং ৩. মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।"

উপসংহার:

'শরহে সদর' হলো আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে এবং আখেরাতমুখী হয়।

---

১৫৫. প্রশ্ন: احسن الحديث দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (مَا الْمُرَادُ بِـ "أَحْسَنَ الْحَدِيثِ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আয-যুমারের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনকে 'আহসানুল হাদিস' বা সর্বোকৃষ্ট বাণী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটি কুরআনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

'আহসানুল হাদিস'-এর ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ

অর্থ: "আল্লাহ নাজিল করেছেন উত্তম বাণী, এমন এক কিতাব যা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা বারবার পঠিত হয়।"

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে কুরআনকে 'আহসানুল হাদিস' বলার কারণসমূহ:

১. সর্বোত্তম বাণী: মানবজাতি যত কথা বা বাণী শুনেছে বা বলেছে, তার মধ্যে কুরআন হলো সবচেয়ে সত্য, সুন্দর, অলঙ্কারপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময়। এর শব্দচয়ন ও ভাবার্থের কোনো তুলনা নেই।

২. সামঞ্জস্যপূর্ণ (মুতাশাবিহ): কুরআনের এক অংশের সাথে অন্য অংশের কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। এর প্রতিটি আয়াত সত্যতা ও সৌন্দর্যে একে অপরের সদৃশ।

৩. পুনরাবৃত্তি (মাছানি): কুরআনে ওয়াদা-ওয়াইদ (পুরস্কার ও শাস্তি), জান্নাত-জাহান্নাম, এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও তা পাঠ করলে বা শুনলে কখনো বিরক্তি আসে না, বরং প্রতিবারই নতুন স্বাদ ও শিক্ষা পাওয়া যায়।

৪. আধ্যাত্মিক প্রভাব: এই বাণী শুনলে মুমিনদের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়।

উপসংহার:

কুরআন মজিদ তার ভাষাশৈলী, বিষয়বস্তু এবং মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলার ক্ষমতার দিক থেকে 'আহসানুল হাদিস' বা শ্রেষ্ঠ বাণীর মর্যাদায় আসীন।

---

১৫৬. প্রশ্ন: الحمد ও الشكر -এর মধ্যে পার্থক্য কী? (مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

'হামদ' (প্রশংসা) ও 'শুকর' (কৃতজ্ঞতা) শব্দ দুটি কাছাকাছি অর্থবোধক মনে হলেও ব্যবহার ও অর্থের দিক থেকে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সূরা আয-যুমারের শুরুতে এবং শেষে হামদ ও শুকরের প্রসঙ্গ এসেছে।

পার্থক্যসমূহ (الْفُرُوقُ):

১. ক্ষেত্রের ভিন্নতা (الْمَوْرِدُ):

- **হামদ (الْحَمْدُ):** হামদ কেবল **জবান বা জিহ্বা** দ্বারা করা হয়।
- **শুকর (الشُّكْرُ):** শুকর তিনটি মাধ্যমে আদায় করা যায়—১. **অন্তর** (বিশ্বাস ও ভালোবাসা দিয়ে), ২. **জিহ্বা** (প্রশংসা ও স্বীকৃতি দিয়ে) এবং ৩. **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ** (আমল ও ইবাদত দিয়ে)।

২. **কারণের ভিন্নতা (السَّبَبُ):**

- **হামদ:** কারো নিজস্ব গুণাবলী (যেমন—সৌন্দর্য, বীরত্ব) এবং তার দয়া বা অনুগ্রহ—উভয় কারণেই হামদ করা যায়। অর্থাৎ, দয়া না পেলেও কেবল গুণের কারণে প্রশংসা করা যায়।
- **শুকর:** কেবল কারো কাছ থেকে কোনো **উপকার বা নিয়ামত** পেলেই তার শুকরিয়া আদায় করা হয়। উপকার ছাড়া শুকর হয় না।

৩. **সম্পর্ক (النِّسْبَةُ):**

- 'হামদ' প্রশংসার বস্তুর দিক থেকে ব্যাপক (গুণের কারণেও হয়, দানের কারণেও হয়), কিন্তু মাধ্যমের দিক থেকে খাস (শুধু মুখে হয়)।
- 'শুকর' মাধ্যমের দিক থেকে ব্যাপক (মন, মুখ ও কাজে হয়), কিন্তু কারণের দিক থেকে খাস (শুধু দানের বিনিময়ে হয়)।

উপসংহার:
আল্লাহ তায়ালার জন্য হামদ ও শুকর উভয়ই অপরিহার্য। কারণ তিনি সকল গুণের আধার এবং সকল নিয়ামতের দাতা।

---

১৫৭. প্রশ্ন: الشكر ও الحمد, المدح -এর মধ্যে পার্থক্য কী? (مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ وَالشُّكْرِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

'হামদ' (প্রশংসা), 'মাদহ' (স্তুতি/প্রশংসা) এবং 'শুকর' (কৃতজ্ঞতা)—এই তিনটি শব্দের অর্থের মধ্যে মিল থাকলেও পারিভাষিক প্রয়োগে পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্যসমূহ:

১. ইচ্ছাধীন বনাম অনিচ্ছাধীন:

- **মাদহ (الْمَدْحُ):** এটি ইচ্ছাধীন (Voluntary) এবং অনিচ্ছাধীন (Involuntary)—উভয় গুণের ক্ষেত্রেই করা যায়। যেমন—কারো উচ্চতা, গায়ের রঙ বা কোনো জড়বস্তুর (যেমন—মুক্তার সৌন্দর্য) প্রশংসা করাকে 'মাদহ' বলা যায়, কিন্তু 'হামদ' বলা যায় না।
- **হামদ (الْحَمْدُ):** এটি কেবল **ইচ্ছাধীন ভালো গুণের** (যেমন—দানশীলতা, ইলম, ন্যায়পরায়ণতা) প্রশংসা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- **শুকর (الشُّكْرُ):** এটি কেবল কারো ইচ্ছাকৃত উপকারের বিনিময়ে করা হয়।

২. জীবিত ও মৃত:

- 'মাদহ' জীবিত, মৃত বা জড়বস্তুর জন্যও হতে পারে।
- 'হামদ' সাধারণত সত্তার মহত্ত্ব বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা জীবিত ও জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার (আল্লাহর) শান।

৩. সত্য ও মিথ্যা:

- 'মাদহ' অনেক সময় তোষামোদি বা মিথ্যাও হতে পারে (যেমন রাজাদের প্রশংসা)।
- 'হামদ' ভালোবাসাপূর্ণ এবং সম্মানসূচক সত্য প্রশংসা।
- 'শুকর' হলো নিয়ামতের বাস্তব স্বীকৃতি।

সারসংক্ষেপ:

সব 'শুকর'ই এক প্রকার 'হামদ', কিন্তু সব 'হামদ' শুকর নয়। আবার 'মাদহ' হলো সবচেয়ে ব্যাপক, যা যেকোনো গুণের প্রশংসায় ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু 'হামদ' ও 'শুকর' নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে হয়। আল্লাহর জন্য 'হামদ' শব্দটিই সবচেয়ে উপযুক্ত।

سورة المؤمن (সূরা আল মুমিন)

১৫৮. প্রশ্ন: সূরা আল মুমিন ও সূরা আল মুমিনুন কুরআন মাজীদের কোন পারায়? (فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْمُؤْمِنِ وَسُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

নামের সাদৃশ্য থাকলেও 'সূরা আল-মুমিন' এবং 'সূরা আল-মুমিনুন' পবিত্র কুরআনের দুটি ভিন্ন সূরা। এদের অবস্থানও ভিন্ন ভিন্ন পারায়।

অবস্থান (الْمَوْقِعُ فِي الْأَجْزَاءِ):

১. সূরা আল-মুমিন (سُورَةُ الْمُؤْمِنِ):

- এটি পবিত্র কুরআনের ৪০তম সূরা। এর অপর নাম 'সূরা গাফির'।
- এটি **২৪তম পারার** (পারা: ফামান আযলামু) অন্তর্ভুক্ত।

২. **সূরা আল-মুমিনুন (سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ):**

- এটি পবিত্র কুরআনের ২৩তম সূরা।
- এটি **১৮তম পারার** (পারা: ক্বাদ আফলাহা) শুরুতে অবস্থিত।

উপসংহার:
সূরা আল-মুমিন ২৪তম পারায় এবং সূরা আল-মুমিনুন ১৮তম পারায় অবস্থিত।

---

১৫৯. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "حم - تنزيل الكتاب"-এর মধ্যে "حم" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?
(مَا الْمُرَادُ بِـ "حم" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "حم - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ"؟)

উত্তর:
ভূমিকা:
সূরা আল-মুমিন বা গাফির-এর শুরু হয়েছে 'হা-মীম' (حم) দিয়ে। কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে এমন বিচ্ছিন্ন বর্ণ বা 'হুরুফে মুকাত্তা'আত' রয়েছে। সাতটি সূরা 'হা-মীম' দিয়ে শুরু হয়েছে, যেগুলোকে 'হাওয়ামিম' বলা হয়।

'হা-মীম' দ্বারা উদ্দেশ্য:

তাফসীরুল মুনীর ও অন্যান্য তাফসির গ্রন্থের আলোকে এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

১. আল্লাহর গোপন রহস্য: অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ির মতে, এগুলোর প্রকৃত অর্থ কেবল আল্লাহই জানেন। এগুলো আল্লাহর কালামের এমন এক রহস্য, যা মানুষের জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য রাখা হয়েছে।

২. কুরআনের অলৌকিকত্ব: আরবরা তাদের ভাষা নিয়ে গর্ব করত। আল্লাহ এই বর্ণগুলো দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, কুরআন তোমাদের পরিচিত 'হা', 'মীম' ইত্যাদি বর্ণ দিয়েই গঠিত। পারলে তোমরাও এর মতো একটি কিতাব রচনা করে দেখাও।

৩. আল্লাহর নাম: ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি মতানুযায়ী, 'হা-মীম' হলো আল্লাহর 'আর-রহমান' (الرحمن) নামের সংক্ষিপ্ত রূপ (হা এবং মীম)। অথবা এটি আল্লাহর একটি বিশেষ নাম, যা দিয়ে তিনি কসম করেছেন।

৪. সূরার নাম: অনেকে মনে করেন, এটি এই নির্দিষ্ট সূরার নাম।

উপসংহার:

সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, এগুলো 'মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট আয়াত, যার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর কাছে সমর্পিত।

---

১৬০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "تنزيل الكتاب" ইরাবের কোন অবস্থানে আছে?

(قَوْلُهُ تَعَالَى "تَنْزِيلُ الْكِتَابِ" فِي أَيِّ مَحَلٍّ مِنَ الْإِعْرَابِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনের বাক্যের গঠনশৈলী বা তারকীব বোঝা অর্থ অনুধাবনের জন্য জরুরি। সূরা আল-মুমিনের ২য় আয়াতে تَنْزِيلُ الْكِتَابِ শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইরাব বা ব্যাকরণগত অবস্থান (الْمَوْقِعُ الْإِعْرَابِيُّ):

تَنْزِيلُ শব্দটি মারফূ (পেশ বিশিষ্ট)। এর অবস্থান সম্পর্কে ব্যাকরণবিদদের একাধিক মত রয়েছে:

১. খবরে মুবতাদা মাহযুফ (خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ): এটিই জমহুর বা অধিকাংশের মত। এখানে একটি 'মুবতাদা' (Subject) উহ্য আছে, যা হলো هَذَا (ইহা)।

- পূর্ণ বাক্য: هَذَا (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ)
- অর্থ: "(ইহা) কিতাবের অবতরণ..."

২. মুবতাদা تَنْزِيلُ الْكِتَابِ :(مُبْتَدَأٌ) নিজেই মুবতাদা এবং পরবর্তী অংশ مِنَ اللَّهِ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) হলো তার খবর (Predicate)।

- অর্থ: "কিতাবের অবতরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে।"

উপসংহার:

উভয় অবস্থাতেই تَنْزِيلُ শব্দটি মারফূ বা পেশবিশিষ্ট।

---

১৬১. প্রশ্ন: অপরপর গুণাবলির মধ্য থেকে "العزيز العليم" এ দুটি গুণকে কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে?
(لِمَ خُصَّ الْوَصْفَيْنِ "الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ" مِنْ بَيْنَ سَائِرِ الْأَوْصَافِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল-মুমিনের ২য় আয়াতে কুরআন নাজিলকারী হিসেবে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ) গুণদুটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ (وَجْهُ التَّخْصِيصِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর হিকমত হলো:

১. আল-আজিজ (পরাক্রমশালী): কুরআন নাজিল করা এবং এই বিশাল শরীয়ত প্রবর্তন করা কেবল এমন সত্তার পক্ষেই সম্ভব, যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। যিনি তাঁর অবাধ্যদের শাস্তি দিতে সক্ষম এবং যাঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। কুরআনের বিধান বাস্তবায়নে এই শক্তির বিষয়টি প্রাসঙ্গিক।

২. আল-লিম (সর্বজ্ঞ): কুরআন হলো জ্ঞান ও হিকমতের ভাণ্ডার। মানবজাতির জন্য কোনটি কল্যাণকর এবং কোনটি অকল্যাণকর, তা কেবল তিনিই জানেন। তাই সর্বজ্ঞ সত্তা ছাড়া এমন নিখুঁত জীবনবিধান নাজিল করা অসম্ভব।

৩. ভয় ও আশা: 'আজিজ' গুণটি কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে (শাস্তির ভয়), আর 'আলিম' গুণটি মুমিনদের মনে প্রশান্তি আনে (আল্লাহ তাদের অবস্থা জানেন)।

উপসংহার:

কুরআনের সত্যতা ও কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য আল্লাহর শক্তি (কুদরত) ও জ্ঞান (ইলম)—এই দুটি গুণের উল্লেখই এখানে সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত।

---

১৬২. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "فلا يغررك تقلبهم فى البلاد"-এর ব্যাখ্যা কর।
("فَسِّرْ قَوْلَهُ تَعَالَى "فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ)

উত্তর:

ভূমিকা:

কাফেরদের দুনিয়াবী প্রাচুর্য ও ক্ষমতা দেখে অনেক সময় মুমিনদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। সূরা আল-মুমিনের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেই সংশয় দূর করেছেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تَفْسِيرُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

অর্থ: "দেশে দেশে তাদের (কাফেরদের) অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।"

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে বিশ্লেষণ:

১. তাকাল্লুব (تَقَلُّبُهُمْ): এর অর্থ হলো বিভিন্ন শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ এবং অর্থ উপার্জনের জন্য অবাধে ঘুরে বেড়ানো। মক্কার কাফেররা সিরিয়া, ইয়েমেন ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্য করে প্রচুর সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান হয়েছিল।

২. ধোঁকা (الْغُرُورُ): আল্লাহ নবীজি (সা.) ও মুমিনদের সতর্ক করছেন যে, কাফেরদের এই বাহ্যিক চাকচিক্য, সুখ-শান্তি ও ক্ষমতা দেখে যেন কেউ মনে না করে যে, তারাই সঠিক পথে আছে বা আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট।

৩. ক্ষণস্থায়ী ভোগ: এটি মূলত 'ইস্তিদরাজ' বা ঢিল দেওয়া। আল্লাহ তাদের পাপের পাত্র পূর্ণ হওয়ার জন্য সময় দিচ্ছেন। তাদের এই ভোগ-বিলাস সাময়িক (মাতাউন কালীল)। পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুন।

উপসংহার:

দুনিয়ার সাময়িক সাফল্য সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি নয়; বরং ঈমান ও তাকওয়াই হলো আসল সাফল্যের চাবিকাঠি।

---

১৬৩. প্রশ্ন: التوبة -এর অর্থ কী? বর্ণনা কর। (مَا مَعْنَى التَّوْبَةِ؟ بَيِّنْ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল-মুমিনের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ নিজেকে 'কাবিলুত তাওব' (তওবা কবুলকারী) হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। মুমিনের জীবনে তওবার গুরুত্ব অপরিসীম।

তওবার অর্থ (مَعْنَى التَّوْبَةِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'তওবা' (اَلتَّوْبَةُ) শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা (اَلرُّجُوعُ)। পাপ কাজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত হওয়াকে তওবা বলে।

- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তার জন্য লজ্জিত হয়ে, সেই গুনাহ তাৎক্ষণিকভাবে ত্যাগ করা এবং ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসাকে তওবা বলে।

তওবার রুকন বা শর্তসমূহ:

তাফসীরুল মুনীর ও অন্যান্য গ্রন্থের মতে বিশুদ্ধ তওবার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ জরুরি:

১. আন-নাদামা (اَلنَّدَامَةُ): কৃতকর্মের জন্য অন্তরে গভীর অনুশোচনা ও লজ্জাবোধ থাকা।

২. আল-ইকলা (اَلْإِقْلَاعُ): পাপ কাজ পুরোপুরি বর্জন করা।

৩. আল-আযম (اَلْعَزْمُ): ভবিষ্যতে এই পাপে আর লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

(যদি পাপটি বান্দার হকের সাথে জড়িত থাকে, তবে সেই হক আদায় করা বা ক্ষমা চেয়ে নেওয়া চতুর্থ শর্ত)

উপসংহার:

তওবা হলো পাপীর জন্য আল্লাহর রহমতের দরজা, যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খোলা থাকে।

১৬৪. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "اولئك الاحزاب" দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল-মুমিনের ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর আলোচনা করেছেন, যারা নবীদের বিরোধিতা করেছিল। তাদের সমষ্টিগতভাবে 'আহযাব' বলা হয়েছে।

'উলাইকাল আহযাব' দ্বারা উদ্দেশ্য:

আয়াতটি হলো: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ...

অর্থ: "তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য বাহিনীও (রাসূলদের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল।"

ব্যাখ্যা:

১. আল-আহযাব (الْأَحْزَابُ): শব্দটি 'হিযবুন' (حِزْبٌ)-এর বহুবচন, যার অর্থ দল বা বাহিনী। এখানে 'আহযাব' বা বাহিনীসমূহ বলতে নূহ (আ.)-এর পরবর্তী সেই সব জাতিগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাদের নবীদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং সত্যকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল।

২. নির্দিষ্ট জাতিসমূহ: এর মধ্যে আদ, সামুদ, লুত (আ.)-এর কওম, ফেরাউনের জাতি এবং অন্যান্য মুশরিক সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত।

৩. মক্কার কাফেরদের তুলনা: মক্কার কুরাইশরা যেমন নবীজি (সা.)-এর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি পূর্ববর্তী এই জাতিগুলোও নবীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর শাস্তির সামনে তাদের সেই ঐক্য ও শক্তি কোনো কাজে আসেনি।

উপসংহার:

'আহযাব' হলো সত্যের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের সেই সব সম্মিলিত শক্তি, যারা ইতিহাসে বারবার পরাজিত ও ধ্বংস হয়েছে।

১৬৫. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "وكذلك حقت كلمة ربك"-এর মধ্যকার الكلمة দ্বারা কী উদ্দেশ্য?
(مَا الْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ"؟)
উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল-মুমিনের ৬ নং আয়াতে কাফেরদের চূড়ান্ত পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 'কালিমাতু রাব্বিকা' (আপনার রবের বাণী/কালিমা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'আল-কালিমা' দ্বারা উদ্দেশ্য:

আয়াতটি হলো: وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

তাফসীর ও অর্থ:

১. শাস্তির ফয়সালা (كَلِمَةُ الْعَذَابِ): এখানে 'কালিমা' বা বাণী বলতে আল্লাহর সেই শাশ্বত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা ডিক্রিকে বোঝানো হয়েছে, যা তিনি কাফেরদের জন্য লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

২. আল্লাহর ওয়াদা: আল্লাহ শয়তানকে বলেছিলেন, "আমি নিশ্চয়ই তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা সোয়াদ: ৮৫)। সেই শাস্তির ওয়াদা বা ঘোষণাটিই এখানে 'কালিমা' দ্বারা উদ্দেশ্য।

৩. বাস্তবায়ন: অর্থাৎ, যেভাবে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপর আজাবের ফয়সালা বাস্তবায়িত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে যারা কুফরি করবে, তাদের ওপরও আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত (তারা জাহান্নামী হবে) বাস্তবায়িত হবে বা সত্য প্রমাণিত হবে।

উপসংহার:

'কালিমা' হলো কুফরির অনিবার্য পরিণতি হিসেবে জাহান্নামের দণ্ডাদেশ, যা আল্লাহর ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত রায়।

---

১৬৬. প্রশ্ন: আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের সংখ্যা বিস্তারিত বর্ণনা কর। (بَيِّنْ عَدَدَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ بِالتَّفْصِيلِ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল-মুমিনের ৭ম আয়াতে আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সর্বদা আল্লাহর তাসবিহ পাঠে রত থাকেন।

আরশ বহনকারীদের সংখ্যা (عَدَدُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ):

এ বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে দুটি প্রসিদ্ধ মত পাওয়া যায়, যা মূলত সময়কালের ওপর ভিত্তি করে বিভক্ত:

১. **বর্তমানে সংখ্যা:** অধিকাংশ মুফাসসির ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা হলো **৪ জন**।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমাকে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে... তাদের কান ও কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব ৭০০ বছরের পথ।" (আবু দাউদ)।

২. কিয়ামতের দিন সংখ্যা: কিয়ামতের দিন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-হাক্কাহ-তে বলেছেন:

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

অর্থ: "এবং সেই দিন আপনার রবের আরশকে আটজন ফেরেশতা তাদের উর্ধ্বে বহন করবে।" (সূরা হাক্কাহ: ১৭)।

- অর্থাৎ, বর্তমানে ৪ জন বহন করছে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আরও ৪ জন যোগ করা হবে। ফলে মোট সংখ্যা হবে **৮ জন**।

তাফসীরুল মুনীর-এর মত:

ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) বলেন, হতে পারে 'আটজন' দ্বারা ৮ জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে অথবা ৮টি সারি বা ৮টি দল বোঝানো হয়েছে। তবে ৮ জন ফেরেশতার মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

উপসংহার:

বর্তমানে ৪ জন এবং কিয়ামতের দিন ৮ জন ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করবেন।

---

১৬৭. প্রশ্ন: ফেরাউনের গোত্রের মুমিন লোকটি কে ছিলেন? (مَنْ هُوَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল-মুমিনের ২৮ নং আয়াতে 'ফেরাউনের বংশের এক মুমিন ব্যক্তি'র কথা বলা হয়েছে, যিনি তাঁর ঈমান গোপন রাখতেন। তিনি হযরত মুসা (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন।

মুমিন ব্যক্তির পরিচয় (هُوِيَّةُ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ):

ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরদের মতে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে:

১. হিযকীল (حِزْقِيلُ): এটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত। তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাতো ভাই এবং রাজদরবারের একজন প্রভাবশালী সদস্য।

২. শাম'আন (شَمْعَانُ): কেউ কেউ বলেন তাঁর নাম ছিল শাম'আন।

৩. ফেরাউনের খাজাঞ্চি: কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি ছিলেন ফেরাউনের কোষাধ্যক্ষ বা পুলিশ প্রধান, যিনি গোপনে মুসা (আ.)-এর ওপর ঈমান এনেছিলেন।

তাঁর ভূমিকা:

যখন ফেরাউন মুসা (আ.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন এই ব্যক্তি কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে মুসা (আ.)-এর পক্ষে যুক্তি পেশ করলেন। তিনি বললেন:

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

অর্থ: "তোমরা কি এমন একজনকে হত্যা করবে যে বলে 'আমার রব আল্লাহ'?"

উপসংহার:

তিনি ছিলেন ফেরাউনের দরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (সম্ভবত চাচাতো ভাই হিযকীল), যিনি জেনেশুনেও নিরাপত্তার খাতিরে নিজের ঈমান গোপন রেখেছিলেন এবং মুসা (আ.)-কে রক্ষা করেছিলেন।

---

১৬৮. প্রশ্ন: يوم الاحزاب দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।
(مَا الْمُرَادُ بِـ "يَوْمِ الْأَحْزَابِ"؟ بَيِّنْ)

উত্তর:

ভূমিকা:

ফেরাউনের সেই মুমিন আত্মীয় তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে গিয়ে 'ইয়াওমুল আহযাব'-এর ভয় দেখিয়েছিলেন। সূরা আল-মুমিনের ৩০ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।

'ইয়াওমুল আহযাব' দ্বারা উদ্দেশ্য:

আয়াতটি হলো: يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ

অর্থ: "হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য সেই দিনটির আশঙ্কা করছি, যা আহযাব বা সম্মিলিত দলগুলোর ওপর এসেছিল।"

ব্যাখ্যা:

১. পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ: এখানে 'ইয়াওম' (দিন) দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো একদিন বোঝানো হয়নি, বরং 'দিনসমূহ' বা 'সময়কাল' বোঝানো হয়েছে। আর 'আহযাব' (দলসমূহ) দ্বারা নূহ (আ.), আদ, সামুদ এবং তাদের পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

২. শাস্তির দিন: মুমিন ব্যক্তিটি বুঝিয়েছেন যে, অতীতে নূহ, হুদ ও সালিহ (আ.)-এর জাতিরা যেমন নবীদের বিরোধিতা করে সম্মিলিতভাবে (Ahzab) ধ্বংস হয়েছিল, তোমাদের ওপরও যেন তেমন কোনো শাস্তির দিন না আসে।

৩. তুলনা: তিনি ফেরাউনের বাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আদ ও সামুদ জাতি তোমাদের চেয়েও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু আল্লাহর আজাব থেকে তারা রক্ষা পায়নি।

সতর্কতা:

এটি রাসূল (সা.)-এর যুগের 'খন্দকের যুদ্ধ' বা 'গাযওয়ায়ে আহযাব' নয় (কারণ বক্তা মুসা আ.-এর যুগের)। বরং এটি হলো অতীত ইতিহাসের সেইসব দিন, যেদিন আল্লাহর আজাব অবাধ্য জাতিগুলোকে গ্রাস করেছিল।

উপসংহার:

'ইয়াওমুল আহযাব' বলতে এখানে পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতিসমূহের ওপর আপতিত ধ্বংস ও আজাবের দিনগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

سورة حم السجدة (সূরা হা-মীম আস সাজদা)

১৬৯. প্রশ্ন: সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালার বাণী "حم"-এর অর্থ কী?
(مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "حم" فِي أَوَّلِ السُّورَةِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার শুরুতে 'হা-মীম' (حم) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি হুরুফে মুকাত্তা'আত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে এ ধরনের বর্ণ রয়েছে, যার মধ্যে ৭টি সূরা (৪০-৪৬ নং) 'হা-মীম' দিয়ে শুরু হয়েছে। এগুলোকে একত্রে 'হাওয়ামিম' বলা হয়।

'হা-মীম'-এর অর্থ ও তাৎপর্য:

তাফসীরুল মুনীর ও অন্যান্য তাফসির গ্রন্থের আলোকে এর ব্যাখ্যাগুলো হলো:

১. আল্লাহর গোপন রহস্য: অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ি (যেমন—খুলাফায়ে রাশেদীন, ইবনে মাসউদ রা.)-এর মতে, এগুলো 'মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ তায়ালা জানেন। আমরা কেবল বিশ্বাস করি যে, এটি আল্লাহর কালাম।

২. আল্লাহর নাম: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি মত হলো, 'হা-মীম' শব্দটি আল্লাহর 'আর-রহমান' (الرحمن) নামের সংক্ষিপ্ত রূপ (হা এবং মীম)। অথবা এটি আল্লাহর কোনো বিশেষ নাম, যা দিয়ে তিনি শপথ করেছেন।

৩. কুরআনের অলৌকিকত্ব: মক্কার কাফেররা কুরআনকে মানুষের রচনা বলত। আল্লাহ এই বর্ণগুলো উল্লেখ করে তাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, কুরআন তোমাদের পরিচিত বর্ণ (হা, মীম ইত্যাদি) দিয়েই গঠিত, তবুও তোমরা এর মতো কোনো কিতাব রচনা করতে অক্ষম। এটি কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রমাণ।

উপসংহার:

'হা-মীম' আল্লাহর কালামের এক অলৌকিক রহস্য, যা মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

১৭০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "كتاب فصلت اياته" দ্বারা কী উদ্দেশ্য? (مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৩য় আয়াতে কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ বলা হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

- **শাব্দিক অর্থ:** 'ফুসসিলাত' (فُصِّلَتْ) অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, স্পষ্ট করা হয়েছে বা পৃথক করা হয়েছে। অর্থাৎ, "এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"
- তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

১. বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা: এই কিতাবের আয়াতগুলোতে তাওহীদ, নবুওয়ত, হাশর-নশর, হালাল-হারাম, এবং ওয়াদা-ওয়াইদ (পুরস্কার ও শাস্তি)-এর বিষয়গুলো গুলিয়ে ফেলা হয়নি; বরং প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. আরবি ভাষা: পরবর্তী অংশেই বলা হয়েছে قُرْآنًا عَرَبِيًّا (আরবি ভাষায় কুরআন)। অর্থাৎ, এর ভাষা ও ভাব এত প্রাঞ্জল যে, আরবদের জন্য তা বোঝা সহজ। এতে কোনো অস্পষ্টতা বা জড়তা নেই।

৩. পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান: এতে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সব বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ সঠিক পথের দিশা পায়।

উপসংহার:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন এক সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত গ্রন্থ, যা মানুষের হেদায়েতের জন্য পরিপূর্ণ এবং বোধগম্য।

---

১৭১. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "ومن احسن قولا ممن دعا الى الله"-এর তাফসীর কর।
(فَسِّرْ قَوْلَهُ تَعَالَى "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দাঈ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর প্রশংসা করেছেন। এটি দ্বীনের প্রচারকদের জন্য এক বড় সুসংবাদ।

আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে, 'নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?"

কাদের বোঝানো হয়েছে?

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে:

১. রাসূলুল্লাহ (সা.): সবার আগে এই আয়াতের মিসদাক বা প্রতিচ্ছবি হলেন স্বয়ং নবীজি (সা.), যিনি আজীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন।

২. মুয়াজ্জিন: হযরত আয়েশা (রা.) ও ইবনে উমর (রা.)-এর মতে, যারা আজানের মাধ্যমে মানুষকে নামাজের দিকে (হাইয়া আলাস সালাহ) এবং কল্যাণের দিকে (হাইয়া আলাল ফালাহ) ডাকে, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সাধারণ দাঈ: কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে, নিজে সৎ কাজ করবে এবং ইসলাম নিয়ে গর্ব করবে, সে-ই এই প্রশংসার অংশীদার হবে। হাসান বাসরি (রহ.) এই আয়াত পড়ে বলতেন, "এরাই আল্লাহর প্রিয়ভাজন, এরাই আল্লাহর ওলী।"

শর্তসমূহ:

আয়াতে উত্তম কথা বলার জন্য তিনটি গুণের সমন্বয় ঘটাতে বলা হয়েছে:

১. তাওহীদ বা আল্লাহর পথে আহ্বান করা।

২. নিজের আমল ঠিক রাখা (নেক আমল করা)।

৩. বিনয় ও গর্বের সাথে নিজের মুসলিম পরিচয় দেওয়া।

উপসংহার:

কথার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং কাজের মাধ্যমে তার নজির স্থাপন করা হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ।

---

১৭২. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী " ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
(مَا الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ১১ নং আয়াতে আকাশ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (প্রশ্নে উল্লেখিত فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ শব্দগুচ্ছটি মূলত সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের, কিন্তু সূরা হা-মীম আস-সাজদায় এর সমার্থক فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ [অতঃপর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন]—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

আয়াতের মর্মার্থ (الْمَقْصُودُ):

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

অর্থ: "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, অথচ তা ছিল ধোঁয়া।"

ব্যাখ্যা:

১. ইস্তাওযা (اسْتَوَىٰ): এখানে 'ইস্তাওযা' অর্থ হলো ইচ্ছা পোষণ করা বা মনোনিবেশ করা (কাসাদা/আকবালা)। অর্থাৎ, পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির প্রতি বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করলেন।

২. ধোঁয়া (دُخَانٌ): তখন মহাকাশ ছিল ধোঁয়া বা বাষ্পাকারে। আল্লাহ সেই ধোঁয়া বা গ্যাসীয় পদার্থ থেকে সুশৃঙ্খল আসমান তৈরি করলেন।

৩. সাত আসমান: আল্লাহ সেই ধোঁয়াকে বিন্যস্ত করে সাতটি স্তরে বিভক্ত করলেন এবং প্রতিটি আসমানের জন্য নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারণ করে দিলেন। এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে আল্লাহ 'দুই দিন' (বা দুই যুগ) সময় নিয়েছিলেন।

উপসংহার:

এই আয়াত দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ বোঝানো হয়েছে, যিনি বিশৃঙ্খল ধোঁয়া থেকে সুশৃঙ্খল সাত আসমান তৈরি করেছেন।

---

১৭৩. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا"-এর অর্থ কী?
(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতি মুমিনদের দুটি প্রধান গুণের কথা উল্লেখ করেছেন—ঈমান ও ইস্তিকামাত (অবিচলতা)।

আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

$$إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا$$

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ', অতঃপর তারা (এর ওপর) অবিচল থাকে।"

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে বিশ্লেষণ:

১. 'আমাদের রব আল্লাহ' (রুবুবিয়াতের স্বীকৃতি): এর অর্থ হলো মনেপ্রাণে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহই আমাদের একমাত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা ও উপাস্য। অর্থাৎ শিরক মুক্ত বিশুদ্ধ তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া।

২. 'সুম্মাস তাকামু' (অতঃপর অবিচল থাকা): 'ইস্তিকামাত' বা অবিচলতার ব্যাখ্যায় সাহাবা ও তাফসিরবিদদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে:

- **হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.):** এর অর্থ হলো—যারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরিক করেনি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাওহীদের ওপর অটল ছিল।

- **হযরত উমর ফারুক (রা.):** এর অর্থ হলো—আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে সোজা পথে চলা এবং শেয়ালের মতো ছলচাতুরী না করা (অর্থাৎ সুবিধাবাদি না হওয়া)।

- **সাধারণ অর্থ:** ঈমান আনার পর যাবতীয় ফরায কাজ আদায় করা এবং হারাম কাজ বর্জন করার ওপর আমৃত্যু অটল থাকা।

ফলাফল:

যারা এই দুটি গুণের অধিকারী হবে, মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তাদের কাছে এসে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে এবং তাদের ভয় ও চিন্তা দূর করবে।

উপসংহার:

ঈমানের মৌখিক দাবির নামই কেবল ধর্ম নয়; বরং সেই দাবির ওপর আমল ও দৃঢ়তাই হলো প্রকৃত সফলতা বা 'ইস্তিকামাত'।

১৭৪. প্রশ্ন: সূরা হা-মীম আস সাজদায় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?
(اُذْكُرْ مَا وَعَدَ اللهُ بِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي سُورَةِ حم السَّجْدَةِ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৩০-৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের ওপর অবিচল থাকা মুমিনদের জন্য মহান পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতিগুলো ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য প্রযোজ্য।

মুমিনদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (وَعْدُ اللهِ لِلْمُؤْمِنِينَ):

যারা বলে 'আমাদের রব আল্লাহ' এবং এরপর অবিচল থাকে, তাদের জন্য ৫টি বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে:

১. ফেরেশতাদের আগমন: তাদের মৃত্যুর সময় (অথবা কবরে বা হাশরের মাঠে) ফেরেশতারা এসে অভয় দিয়ে বলবে, "তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না।"

২. জান্নাতের সুসংবাদ: ফেরেশতারা বলবে, "তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।"

৩. ফেরেশতাদের বন্ধুত্ব: আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুনিয়ার জীবনে ফেরেশতারা মুমিনদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে থাকবে এবং পরকালেও তারা সঙ্গ দেবে।

৪. মনোবাঞ্ছা পূরণ: জান্নাতে মুমিনরা যা চাইবে এবং যা দাবি করবে, তার সবকিছুই তাদের দেওয়া হবে (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ)।

৫. রাজকীয় আতিথেয়তা: এই সবকিছুই হবে 'গফুরুর রহীম' (ক্ষমাশীল ও দয়ালু) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মেহমানদারি (নুযুল)।

উপসংহার:

ঈমানের ওপর ইসতিকামাত বা অটল থাকার বিনিময়েই আল্লাহ এই মহা সাফল্যের ওয়াদা করেছেন।

১৭৫. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "ويل للمشركين" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (مَا الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৬ নং আয়াতে মুশরিকদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এখানে 'ওয়াইল' (وَيْلٌ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'ওয়াইলুন লিল-মুশরিকীন'-এর তাৎপর্য:

- **শাব্দিক অর্থ:** 'ওয়াইল' শব্দের অর্থ হলো ধ্বংস, সর্বনাশ বা দুর্ভোগ। এটি জাহান্নামের একটি ভয়ংকর উপত্যকার নামও হতে পারে।
- **উদ্দেশ্য:** এখানে মুশরিকদের ধ্বংস ও আজাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে।
- মুশরিক কারা? পরবর্তী আয়াতেই তাদের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:

১. যাকাত দেয় না: তারা আল্লাহর দেওয়া মাল থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে না বা মালের পবিত্রতা অর্জন করে না। (অনেকের মতে মক্কী সূরা হওয়ায় এখানে যাকাত অর্থ আত্মশুদ্ধি বা তাওহীদ হতে পারে)।

২. আখেরাত অস্বীকারকারী: তারা পরকাল বা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না।

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই কুরআন মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও শেফা হলেও, যারা শিরক করে এবং পরকাল মানে না, তাদের জন্য এটি দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের সতর্কবার্তা। তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

উপসংহার:

'ওয়াইল' শব্দের মাধ্যমে শিরক ও কুফরির শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে।

১৭৬. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "ولا تستوى الحسنة ولا السيئة"-এর ব্যাখ্যা কর।
("فَسِّرْ قَوْلَهُ تَعَالَى "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবিক আচরণ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি সোনালি নীতি শিক্ষা দিয়েছেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تَفْسِيرُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: "ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ কখনো সমান হতে পারে না। আপনি মন্দের জওয়াব ওই পন্থায় দিন যা উৎকৃষ্ট।"

বিশ্লেষণ:

১. অসমতা: ভালো আচরণ (ধৈর্য, ক্ষমা, উদারতা) এবং মন্দ আচরণ (রাগ, প্রতিশোধ, গালি) ফলাফল ও মর্যাদার দিক থেকে এক নয়। ভালো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের ভালোবাসা আনে, আর মন্দ কাজ ঘৃণা ও শত্রুতা বাড়ায়।

২. মন্দের জওয়াব ভালো দিয়ে: আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তবে আপনি তার সাথে পাল্টা খারাপ ব্যবহার করবেন না; বরং ভালো ব্যবহার করুন। গালির বদলে দোয়া, রাগের বদলে ধৈর্য এবং অবিচারের বদলে ক্ষমা প্রদর্শন করুন।

৩. ফলাফল: এই নীতির ওপর আমল করলে কী হবে? আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"তখন দেখবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল, সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে।"

শর্ত: তবে এই মহৎ গুণটি কেবল তারাই অর্জন করতে পারে, যারা ধৈর্যশীল (সাবিরীন) এবং মহা ভাগ্যবান (যুল-হাজ্জিন আজীম)।

উপসংহার:

এটি ইসলামি দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের সবচেয়ে কার্যকর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল।